**এগোচ্ছেন মোদি**
টুইটারে ফলোয়ারের নিরিখে ক্রমশ এগোচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ৭০ মিলিয়নেরও বেশি। নমোর পরে রয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ৫৩ মিলিয়ন। ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ফলোয়ারের সংখ্যা ২৬.৩ মিলিয়ন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির অনুগামীর সংখ্যা ১৯.৪ মিলিয়ন।

## পেগাসাস দপ্তরে হানা ইজরায়েল সরকারের

**তেল আভিভ, ২৯ জুলাই :** ভারতে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, আমলা প্রমুখের ফোনে আড়ি পাতার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত টুঁ শব্দ করেনি মোদি সরকার। কংগ্রেস, তৃণমূল সহ একাধিক বিরোধী দল লাগাতার এই ঘটনায় বারবার তদন্তের দাবি তুললেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত তাতে কর্ণপাত করেনি। উল্টে বিরোধীরা ক্ষমতায় থাকাকালীন কীভাবে প্রতিপক্ষদের ফোনে আড়ি পাতত তা নিয়ে কটাক্ষের বন্যা বইয়ে দিয়েছে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। কিন্তু পেগাসাস ইস্যুতে সারা বিশ্বে তুমুল সমালোচনার ঝড় ওঠায় এবার ওই ম্যালওয়্যারের নির্মাতা এনএসও গ্রুপের দপ্তরে হানা দিল ইজরায়েল সরকার। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার এনএসও গ্রুপের দপ্তরে তল্লাশি অভিযানে নামে। সংস্থার তরফে বৃহস্পতিবার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে।

তারা অবশ্য দাবি করেছে, বিশ্বজুড়ে ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগে যে তদন্ত শুরু হয়েছে তাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে এনএসও গ্রুপ। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তল্লাশিকে স্বাগত জানিয়েছে সংস্থাটি। তারা ওই কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে বলে জানানো হয়েছে। সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিশ্বের তাবড় সংবাদমাধ্যমে এনএসও গ্রুপের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ যে মিথ্যা, সেটা এই তল্লাশি অভিযানের পর প্রমাণিত হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এর আগে বিশ্বের মোট ১৭টি সংবাদমাধ্যমের যৌথ তদন্তে পেগাসাস ইস্যুতে ঝড় ওঠার পর ইজরায়েল সরকার একটি আন্তঃমন্ত্রী গোষ্ঠী তৈরি করে। বুধবার ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লির সঙ্গে দেখা করেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন্নি গান্তজ। পেগাসাস ইস্যুতে যে অভিযোগ উঠেছে তা ইজরায়েল সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে বলে জানিয়ে দেন তিনি।

## আলাস্কায় ভূমিকম্প ৮.২, সুনামি সতর্কতা

**ওয়াশিংটন, ২৯ জুলাই :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য আলাস্কা উপদ্বীপে বুধবার গভীর রাতে ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৮.২। কম্পনের তীব্রতা বেশি থাকায় সুনামি সতর্কতা জারি করেছে আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে। তবে কম্পনের ফলে জীবনহানি কিংবা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি।

আলাস্কা উপকূল সংলগ্ন কোডিয়াক দ্বীপের সর্বত্র সাইরেন বাজিয়ে সুনামি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওই দ্বীপের সমুদ্র তীরবর্তী বাসিন্দাদের। গতকালের ভূমিকম্পের মূল কেন্দ্রটি আলাস্কার বৃহত্তম শহর অ্যাংকোরেজ থেকে ৫০০ মাইল দূরে পেরিভিলে নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। মূল কম্পনের ৯০ মিনিট পর ৫ বার আফটার শক হয়েছে। ভূমিকম্পপ্রবণ প্রশান্ত মহাসাগরের রিং অফ ফায়ারের একটি অংশ হল আলাস্কা। ফলে ভূকম্পন খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

১৯৬৪ সালে আলাস্কায় ভয়ংকর ভূমিকম্পের সঙ্গে সুনামিতে ২৫০-রও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৯.৪।

## তালিবান সাধারণ মানুষ, মন্তব্য ইমরানের

**ইসলামাবাদ, ২৯ জুলাই :** তালিবানকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে মানেন না ইমরান খান। আর পাঁচজনের মতো ওরাও সাধারণ মানুষ। এক বিদেশি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে ইমরান জানিয়েছেন, তালিবান কোনও সামরিক গোষ্ঠী নয়। ইসলামাবাদ সরকার কেন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে? পাকিস্তান তালিবানদের স্বর্গরাজ্য এই অভিযোগও নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর দাবি, পাকিস্তানে থাকা আফগান শরণার্থীদের সঙ্গে জাতিগতভাবে মিল রয়েছে তালিবানের। পাক বায়ুসেনা তালিবানদের সহায়তা দিচ্ছে বলে গত মঙ্গলবার টুইটে আফগান সরকারের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরুল্লা সালে বলেছিলেন। তিনি টুইটে লিখেছিলেন, 'পাক বায়ুসেনা আফগান সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে, স্পিন বোল্ডাক অঞ্চলে তালিবানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলে তার ফল ভুগতে অবে আফগানিস্তানকে। এই বক্তব্যের প্রমাণ চাইলে আমি প্রমাণ শেয়ার করতে চাই।'

ভাইস প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যের পরেও ইমরান তালিবানদের সাধারণ মানুষ বলেই চিহ্নিত করেছেন।

## অটোর ধাক্কায় মৃত বিচারক

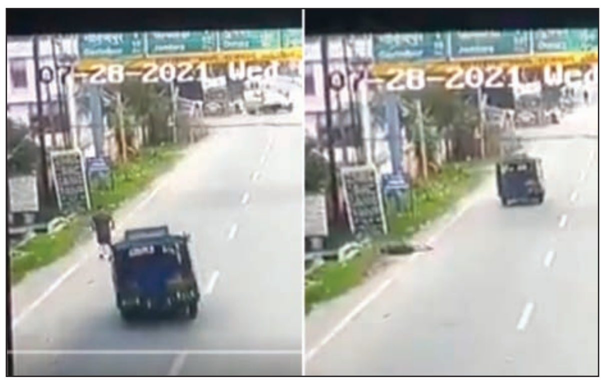

**রাঁচি ও নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই :** বুধবার পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় ধানবাদের অতিরিক্ত জেলা বিচারক উত্তম কুমার আনন্দের। আপাতভাবে দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়। অটোটি যেভাবে বিচারককে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে তাতে এটিকে পরিকল্পিত খুনের ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশও হত্যার মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। গঠিত হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছে। সুপ্রিম কোর্টও আশ্বাস দিয়েছে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া নজরে রাখার। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিকাশ সিং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে গোটা ঘটনা জানিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান। তাঁর মতে, এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়। এটা খুন এবং দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর আঘাতও বটে। বিচারপতি চন্দ্রচূড় এই ঘটনা প্রধান বিচারপতির এজলাশে জানাতে বলেন।

বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ওই বিচারক। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, আচমকা পিছন থেকে একটি অটো বাঁদিকে বাঁক নিয়ে হুড়মুড়িয়ে এসে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পালায়। ধানবাদের পুলিশ সুপার সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, রাস্তার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় বিচারককে পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে স্থানীয় শহিদ নির্মল মাহাত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান পথচারীরা। কিন্তু মাথার পিছন দিকে গুরুতর আঘাত লেগেছিল আনন্দের। দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় পড়ে থাকায় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতালের সুপার অরুণ কুমার চৌধুরী বলেন, মাথায় আঘাতের কারণে মৃত্যু। ইতিমধ্যে অটোরিকশার চালক ও তার সহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের আইনজীবী ও বিচারক মহলের দাবি, কয়েকটি স্পর্শকাতর মামলার বিচারের ভার বিচারক আনন্দের হাতে ছিল। সেজন্য হত্যা করা হতে পারে বিচারককে। আইনজীবীরা বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা বলেন, 'আমরা বিষয়টি জানি। এটি আপাতত ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের বিচারাধীন। আমার সঙ্গে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কথা হয়েছে। আমরা গোটা প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখছি। প্রয়োজনমতো পদক্ষেপ করব।'

ভিডিও ও অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রতিহিংসা বশত এই খুন কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবি রঞ্জনের এজলাসে ডাক পড়েছিল ধানবাদের পুলিশ সুপারের। জানা যায়, একটি হত্যা মামলার শুনানি চলছিল নিহত বিচারকের এজলাসে। এছাড়া অন্য একটি মামলায় সম্প্রতি কুখ্যাত আসামি রবি ঠাকুরের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলেন বিচারক আনন্দ। এসবের সঙ্গে আনন্দের মৃত্যুর কোনও যোগাযোগ আছে কিনা, তা খুঁজে দেখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

### ঝাড়খণ্ডে তদন্তে বিশেষ দল

- প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে অটোরিকশার ধাক্কায় অস্বাভাবিক মৃত্যু ধানবাদের নিম্ন আদালতের বিচারকের
- ভিডিও ফুটেজ থেকে এটা হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ পুলিশের
- ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের তদারকিতে তদন্ত সিটের
- গ্রেপ্তার অটোরিকশার চালক ও সহকারী
- গোটা প্রক্রিয়ায় নজরদারির আশ্বাস সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির
- সিবিআই তদন্তের আর্জি আইনজীবীদের

*উদ্ধারকার্যে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার জম্মুর রাজৌরি জেলার ডংরি গ্রামের চিত্র।* *-পিটিআই*

## কেরলেই দেশের মোট সংক্রমণের ৫১ শতাংশ

**নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই :** কেরলের করোনা পরিস্থিতি ক্রমশই মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে কেন্দ্রের। গত কয়েকদিন ধরে সেখানে সংক্রমণ বাড়ছে। এদিকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর সাম্প্রতিক সেরো সার্ভে বলছে, করোনা প্রতিরোধী অবস্থা তৈরির দিক থেকে দেশের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে কেরল। সে রাজ্যের মানুষের মধ্যে সেভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে না। সোজা কথায়, দেশের মধ্যে কোভিড অ্যান্টিবডি সবচেয়ে কম রয়েছে কেরলে। এই প্রেক্ষিতে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সপ্তাহের শেষ দুদিন শনি ও রবিবার সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিনারাই বিজয়ন সরকার। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রতিনিধি দলও পাঠাচ্ছে কেন্দ্র।

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে করোনা সংক্রামিত ৪৩ হাজার ৫০৯ জন। ওই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৪০ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, কেরল এখনও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। গত ২৪ ঘণ্টায় সে রাজ্যে সংক্রামিতের সংখ্যা ২২ হাজার ১২৯, যা দেশে মোট সংক্রমণের ৫১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় দল পাঠানোর কথা জানিয়ে বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'কেরলে সংক্রমণ প্রতিদিন বাড়ছে। কেন্দ্রীয় দল সেখানকার পরিস্থিতি দেখে এসে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর রাজ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

১৪ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত দেশের ১১টি রাজ্যে সেরো সার্ভে চালায় আইসিএমআর। তাদের রিপোর্ট বলছে, কেলে অ্যান্টিবডির পরিমাণ মাত্র ৪৪.৪ শতাংশ। অন্যদিকে অ্যান্টিবডি সবচেয়ে বেশি তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রদেশে সেখানে অ্যান্টিবডির পরিমাণ ৭৯ শতাংশ। এছাড়া এ ব্যাপারে এগিয়ে রয়েছে রাজস্থান (৭৬.২ শতাংশ), বিহার (৭৫.৯ শতাংশ), গুজরাট (৭৫.৩ শতাংশ), ছত্তিশগড় (৭৪.৬ শতাংশ), উত্তরাখণ্ড (৭৩.১ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (৭১.০ শতাংশ) ও অন্ধ্রপ্রদেশ (৭০.২ শতাংশ)।

**পরিস্থিতি বুঝতে কেন্দ্রীয় দল**

## ডেল্টার কোপে চিনও

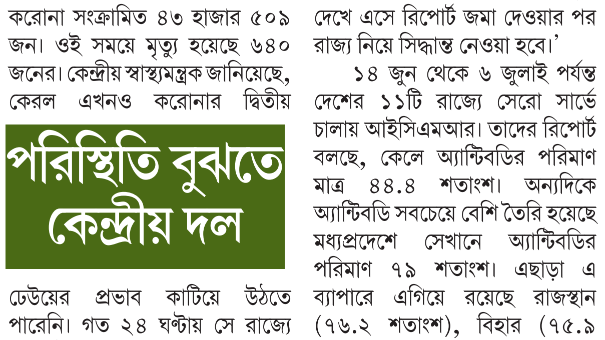

**বেজিং, ২৯ জুলাই :** করোনা ভাইরাসকে এখনও পুরোপুরি কবজা করতে পারেনি চিন। লাগাতার নমুনা পরীক্ষা এবং কঠোর বিধিনিষেধ বলবৎ রেখেও তারা পারেনি করোনা ভাইরাসের নতুন প্রজাতির সংক্রমণ রুখতে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, পূর্ব চিনের জিয়াংসু প্রদেশের নানজিং শহরে বৃহস্পতিবার ৪৯ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল ৮৬। চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিভিন্ন প্রদেশ মিলিয়ে আরও ২৪ জনের মধ্যে সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে। বুধবার সংখ্যাটা ছিল ৫৫। জিয়াংসু প্রদেশে সংক্রমণের সংখ্যা বেশি হলেও সিচুয়ান ও অন্যান্য প্রদেশেও কিছু সংক্রমণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। বেজিংয়ে সংক্রামিত ১ জন। এছাড়া ১৪ জনের শরীরে করোনা উপসর্গ দেখা গিয়েছে। নানজিংয়ে নতুন করে কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ায় সেখানকার বাসিন্দাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজন না পড়লে কাউকেই বাড়ির চৌকাঠ পেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। সিল করা হয়েছে গোটা শহর। ৯০ লক্ষ বাসিন্দাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মোট সংক্রামিতের সংখ্যা যদিও ১১২। নানজিংয়ের ৪টি এলাকাকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও ২৫টি এলাকাকে মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাজার, বিনোদন কেন্দ্র ও সমাবেশ বন্ধ রাখা হয়েছে শহরের সব জায়গায়। নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যানবাহন। কার্যত লকডাউন চলছে নানজিংয়ে।

স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ভাইরাসের জেনেটিক সিকোয়েন্সিং করে দেখা গিয়েছে, সেটি দ্রুত ছড়াতে থাকা ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্ট। নানজিং সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের তরফে ডিং জি জানিয়েছেন, ডেল্টা স্ট্রেনের নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। সংক্রামিত ব্যক্তির সেরে উঠতে বেশি সময় লাগছে। শরীরে ভাইরাস স্ট্রেন বেশি সময় সক্রিয় থাকায় তা কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার নেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে শুধু নানজিং নয়, আরও অন্তত ৫টি প্রদেশের ৯টি শহরে ডেল্টা স্ট্রেন ছড়িয়ে পড়ার খবর এসেছে।

## সৈকতে কেন কিশোরী, প্রশ্ন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর

**পানাজি, ২৯ জুলাই :** সাগর সৈকতে দুই নাবালিকার ধর্ষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের মন্তব্যে উত্তাল গোয়া। সাওয়ান্ত বলেন, '১৪ বছর বয়সিরা অনেক রাত পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে থাকলে অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ করা উচিত।'

ধর্ষণের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ না দিয়ে অভিভাবকদের দোষারোপ করায় বিরোধীরা সুর চড়িয়েছেন। তাঁর ইস্তফা দাবি করেছেন বিরোধীরা। নাজি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে বেনাউলিম সৈকতে ১০ জন বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে বিচ-পার্টি করেন। একটা সময়ের পর ৬ জন বাড়ি ফিরলেও চার কিশোর কিশোরী থেকে যায়। রাত বাড়লে দুই কিশোরকে বেধড়ক পিটিয়ে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ করেছিল পুলিশের উর্দি পরা চার ব্যক্তি। তাদের একজন সরকারি কর্মী।

নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশকে দোষারোপ না করে কেন ওই নাবালক-নাবালিকারা গভীর রাত পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে ছিল, এই বক্তব্য উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তাঁর কথায় এক্ষেত্রে অভিভাবকরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সাওয়ান্তকে তুলোধোনা করে কংগ্রেসের শীর্ষনেতা সুরযেওয়ালা বলেন, 'এই ধরনের জ্ঞানের মুক্তো না ছড়িয়ে মুখমন্ত্রী ইস্তফা দিন।' কংগ্রেস মুখোপাত্র ডি'কোস্টার সাফ কথা, 'রাতে ঘুরতে কেন ভয় পাব? অপরাধীরা কারাগারে থাকবে আর নাগরিকরা নির্বিঘ্নে ঘুরবে।' গোয়া সরকার অসুস্থ বলে কটাক্ষ করেছেন শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী।

## ভোকাল টনিকে গিনেস রেকর্ড

**নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই :** ভোকাল টনিক দেওয়ার ব্যাপারে এক সময় ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল ফুটবল কোচ পিকে ব্যানার্জির। শুধু কথা বলে তিনি পারতেন খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে। পরবর্তীকালে কথা বলার এই বিশেষ পারদর্শিতাই হাজার হাজার মোটিভেশনাল স্পিকারের জন্ম দিয়েছে। অনুপ্রেরক কথকঠাকুরদের চাহিদা বেড়েছে সমাজের নানা ক্ষেত্রে, পেশায়। ইদানীংকালে ইঁদুর দৌড়ের দুনিয়ায় মোটিভেশনাল স্পিকারদের ছড়াছড়ি। ইউটিউব খুললেই তাঁদের বিজ্ঞাপন। এমনই একজন সন্দীপ মহেশ্বরী। নেটমাধ্যমে ভালো থাকার, সফল হওয়ার সুলুকসন্ধান দেওয়াই তাঁর কাজ। বিশেষ কোনও লক্ষ্যে একাগ্রতা আনতে কী করণীয়, কীভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায়, স্নায়ুর চাপ কাটিয়ে মানসিক স্থৈর্য বজায় রেখে কীভাবে লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকতে হয়, সেসবের বিচিত্র কৌশল তিনি বলে দেন তাঁর সাবস্ক্রাইবার বা অনুরাগীদের। নিজের মোটিভেশনাল ভিডিওর সৌজন্যে গিনেস বুকে সন্দীপ। তিনি নিজেই বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে। তিনি লিখেছেন, 'আমার লাইফ চেঞ্জিং সেমিনার ভিডিওর দর্শক সংখ্যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা পেয়েছে। এজন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের জন্যই এই রেকর্ডটা।' এই ভিডিওটি মোট ৩ কোটি ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৭৫ বার দেখা হয়েছে বলে জানিয়েছে গিনেস কর্তৃপক্ষ।

### বাংলায় পড়া যাবে ইঞ্জিনিয়ারিং, জানালেন মোদি

## ওবিসি, আর্থিক অনগ্রসর সংরক্ষণ ডাক্তারি শিক্ষায়

**নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই :** কমতে থাকা জনপ্রিয়তায় পালিশ দিতে সংরক্ষণের তুলিটাই টেনে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের পিছিয়ে পড়া অংশের পড়ুয়াদের ডাক্তারি পড়ার দরজাটা হাট করে খুলে দেওয়া হল এক ঘোষণায়।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করে ঘোষণা করলেন, ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে এবার থেকে ২৭ শতাংশ আসন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য থাকবে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ। সারা ভারতে সংরক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে এই বিষয়টি কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। চলতি বছরের ভর্তির ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নতুন নিয়ম কার্যকর করা হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ুয়াদের ভর্তি, দাঁতের চিকিৎসার পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এমবিবিএস-এর ক্ষেত্রে প্রায় ১৫০০ অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়া ও স্নাতকোত্তর স্তরের ২,৫০০ অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়া এর ফলে উপকৃত হবেন। প্রতি বছর এমবিবিএস-এর ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১০০০ পড়ুয়াও এর ফলে লাভবান হবেন। টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকেই অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত দেশের হাজার হাজার তরুণ পড়ুয়াকে সাহস জোগাবে এবং সাফল্যের সন্ধানে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সামনে সামাজিক ন্যায়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে পারবে।'

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তা নিয়েও এদিন একাধিক ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, এবার থেকে মাধ্যমিক স্তরে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বা সাংকেতিক ভাষা শিক্ষা শুরু হতে চলেছে। এর ফলে হাজার হাজার মূক ও বধির পড়ুয়ার বিশেষ সুবিধা হবে। পাশাপাশি বাংলা সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কারিগরি শিক্ষার সুযোগ পাবেন দেশের সর্বস্তরের পড়ুয়ারা। এর ফলে কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষাগত যে বাধা ছিল, তা দূর হবে। এ বিষয়ে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠলে পড়ুয়াদের মধ্যে ভাষাগত বৈষম্যও আর থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, '২০২০ সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছিল, তা ভবিষ্যতে পথ দেখাবে।'

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের ৮টি রাজ্যের ১৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৫টি আঞ্চলিক ভাষায় পড়ার সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। এই আঞ্চলিক ভাষার তালিকায় রয়েছে বাংলাও। অর্থাৎ, এরপর থেকে বাংলাতেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যাবে। এর জন্য বিশেষ ধরনের অনুবাদের টুল তৈরি করেছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা শুরু হলে গরিব ও পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের সবচেয়ে সুবিধা হবে। কারণ, তাঁদের জীবনে ভাষা এতকাল একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আঞ্চলিক ভাষায় কারিগরি শিক্ষা চালু হলে সেই বাধা আর থাকবে না। ফলে তাদের এগিয়ে যেতে সুবিধা হবে।'

বৃহস্পতিবার নয়া শিক্ষানীতির বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী 'অ্যাকাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট'-এর বিষয়টিও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে একজন পড়ুয়া একটা পাঠ্যক্রমের পড়া ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও পছন্দের পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে পারবেন। যেখানে তিনি পড়া ছেড়েছিলেন, পরে যে-কোনো সময় সেখানেই আবার ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকবে তাঁর। এর ফলে যে-কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়ার পরিসর যেমন বাড়বে, পাশাপাশি ভুল কোর্সে ভর্তি হওয়ার ফলে সময় নষ্টের ব্যাপারটাও আর থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'একটা কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর কারও সেটা ভালো না লাগতেই পারে। মনে হতে পারে, এটা তার উপযুক্ত নয়। তখন তিনি সেই কোর্স ছেড়ে অন্য কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। এর জন্য সময় নষ্ট হবে না তাঁর। এটাই অ্যাকাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট।'

প্রাথমিক ক্ষেত্রে প্লে স্কুল খোলার ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যাপ্রবেশ প্রকল্পের মাধ্যমে এবার থেকে শহরের মতো গ্রামের শিশুরাও প্লে স্কুল থেকে পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

### মোদির ঘোষণা

- বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে ওবিসিদের ২৭ এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসরদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ
- মূক ও বধিরদের জন্য মাধ্যমিক স্তরে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে পঠনপাঠন
- ৮টি রাজ্যের ১৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাংলা সহ ৫টি আঞ্চলিক ভাষায় পড়ার সুযোগ
- অ্যাকাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিটের মাধ্যমে পড়ুয়ারা একটা কোর্স ছেড়ে অন্য কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন
- বিদ্যাপ্রবেশ প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলে খোলা হবে প্লে স্কুল

## পিকে-যোগ দলকে জানাতে রাহুলের সভা

**নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই :** প্রশান্ত কিশোর কি সত্যিই কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন! যোগ দিলে শতাব্দী প্রাচীন রাজনৈতিক দলে তাঁর ভূমিকা কি হবে! ভোটকৌশলী শেষপর্যন্ত কংগ্রেসে এলে নেহরু-গান্ধি পরিবারের পাশাপাশি দলের প্রবীণ ব্রিগেড বিশেষ করে জি-২৩ নেতাদের সঙ্গে তাঁর সমীকরণটাই কেমন হবে! এমন হাজারো প্রশ্ন ভিড় করতে শুরু করেছে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মহলে।

প্রশান্ত কিশোর কিংবা কংগ্রেস, কোনও পক্ষই এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক আগে রাহুল গান্ধির ১২ তুঘলক লেনের বাড়িতে গান্ধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর থেকে পিকের কংগ্রেসে যোগদানের জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। বিষয়টি আরও পেকেছে ২২ জুলাই কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গে রাহুলের ভিডিয়ো কনফারেন্সের পর।

ওই দিন পিকের কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারেই মূলত আলোচনা করেন রাহুল। ভার্চুয়াল বৈঠকে একে অ্যান্টনি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, কমল নাথ, হরিশ রাওয়াত, আনন্দ শর্মা, অম্বিকা সোনি, অজয় মাকেন এবং কেসি বেণুগোপালের মতো শীর্ষ নেতারা যোগ দিয়েছিলেন।

বৈঠকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে কেউ মুখ না খুললেও সূত্রের খবর, পিকের সঙ্গে গান্ধিদের কী কী বিষয়ে কথা হয়েছে সেব্যাপারে দলের শীর্ষ নেতাদের অবহিত করেন রাহুল। দলে তাঁর ভূমিকা কী হবে এবং কংগ্রেস কীভাবে তৃণমূলস্তর থেকে ঘুরে দাঁড়াবে সেসম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা গান্ধিদের সামনে পেশ করেছিলেন পিকে।

ভোটকৌশলীকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে সায় রয়েছে রাহুলের। সোনিয়া ও প্রিয়াঙ্কারও বিশেষ আপত্তি নেই। তবে সোনিয়া চান, পিকেকে দলে নেওয়ার আগে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। কারণ শুধুমাত্র ভোটকৌশলী হিসেবে পিকেকে কাজে লাগাতে রাজি নন সোনিয়া-রাহুল বা প্রিয়াঙ্কা। তার বদলে পিকে যদি দলের কোনও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে থেকে ওই কাজটি করেন তাহলে আখেরে কংগ্রেসেরই লাভ হবে। যদিও প্রশান্ত কিশোরের কংগ্রেসে সংযুক্তির প্রশ্নে জাতীয়স্তরে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটি জটিল সমীকরণ তৈরি হতে পারে। তৃণমূলের হয়ে আইপ্যাক টিম আগামী লোকসভা পর্যন্ত কাজ করবে বলে চুক্তি হয়ে আছে। মমতাকে তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় নিয়ে আসার পিছনে পিকের অবদান কিছু কম নয়। জাতীয়স্তরে মমতাকে বিরোধী মুখ করার যে প্রয়াস চলছে তাতে তাঁর হাত আছে বলে রাজনৈতিক সূত্রের খবর। এখন তিনি যদি কংগ্রেসের হয়ে মাঠে নেমে পড়েন তাহলে স্বভাবতই মমতার চেয়ে রাহুলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা বেশি থাকবে। তিনি কীভাবে এই রাজনৈতিক চক্রব্যূহ থেকে নিজেকে বার করবেন সেদিকে সকলেই চেয়ে থাকবেন।

পিকে কংগ্রেসে যোগ দিলে তাতে দলের শীর্ষ নেতাদের আপত্তি নেই বলেই দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে তাঁরা চান, কংগ্রেসে প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকা এবং এক্তিয়ার সুস্পষ্ট করে দেওয়া দরকার। কারণ তা না হলে অতীতে পিকেকে নিয়ে জেডিইউয়ে যে সমস্যা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে কংগ্রেসেও। তবে পিকের মতো দক্ষ ভোটকৌশলী দলে এলে যে লাভ হবে, সেসম্পর্কে একমত প্রবীণ নেতারা। রাহুলের ভার্চুয়াল বৈঠকে হাজির থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতার কথায়, দলে নতুন চিন্তাভাবনা এবং কৌশল আনার সময় এসে গিয়েছে। পিকে যদি সত্যিই কংগ্রেসে যোগ দেন তাহলে দলের পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি তৃণমূল, ডিএমকে, আপ, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, এনসিপি প্রভৃতি আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট সমীকরণের রাস্তাও মসৃণ হবে। কারণ, এইসমস্ত আঞ্চলিক দলের সঙ্গেই পিকের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো।

বিধানসভা ভোটে তৃণমূল, ডিএমকে, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, আপের মতো দলগুলিকে ভোটে জেতানোর রণকৌশল রচনা করেছিলেন তিনিই। তবে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনও বিজেপি বিরোধী ঐক্য গঠন সম্ভব নয় সেকথাও সাফ জানিয়েছিলেন পিকে। এই অবস্থায় দলীয় সংগঠনের মরা গাঙয়ে জোয়ার আনতে কংগ্রেসের যেমন পিকেকে প্রয়োজন, তেমনই বিজেপির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিকল্প তৈরি করার জন্যও কংগ্রেসকে দরকার প্রশান্ত কিশোরের।

প্রশান্ত কিশোরের কংগ্রেসে সংযুক্তির প্রশ্নে জাতীয়স্তরে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটি জটিল সমীকরণ তৈরি হতে পারে। তৃণমূলের হয়ে আইপ্যাক টিম আগামী লোকসভা পর্যন্ত কাজ করবে বলে চুক্তি হয়ে আছে।